মুজিবনগরে ভুল চিকিৎসায় প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ

মুজিবনগরে ভুল চিকিৎসায় তাসলিমা(২৩) নামের এক প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। সিজার করার পর অপারেশন টেবিলেই তার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ করেছে তার পরিবার।

বুধবার বিকালে মুজিবনগর কেদারগঞ্জের কুদরত-ই-খোদা ক্লিনিকে এ ঘটনা ঘটে। মৃত্যুর পর দায় এড়াতে কৌশলে তাসলিমাকে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে পাঠায় ক্লিনিক কতৃপক্ষ। মৃত তাসলিমা খাতুন মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর গ্রামের ভুট্টোর স্ত্রী। তবে প্রসূতি তাসলিমা খাতুন মারা গেলেও সদ্য ভুমিষ্ট বাচ্চাটি সুস্থ্য আছে।

পরিবারিক সুত্রে জানা যায়, তাসলিমা খাতুনের প্রসব বেদনা উঠলে স্থানীয় ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দ্রুত সিজার করার পরামর্শ দেন ডাক্তাররা। পরে বুধবার দুপুর ২ টার দিকে ডা. রিসার্ড সরেন তাসলিমাকে সিজার করে।

পরে রোগীর কোন সাড়াশব্দ না থাকায় আমাদের মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন ডা. রিসার্ড সরেন। পরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিসক ডা. মাহাববুল হাসান মেহেদী তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মখলেছুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আমাদের হাসপাতালে সাড়ে তিনটার দিকে তাসলিমা নিয়ে আসা হয়। আমরা পরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষনা করি। তবে ঘন্টাখানেক আগে তার মৃত্যু হয়েছে বলে আমাদের ধারনা।

কুদরতি-ই-খোদা ক্লিনিকের ডা. রিসার্ড সরেন বলেন, আমি সিজার করার পর সে সুস্থ ছিল। পরে তার হার্টেও সমস্যা দেখা দেয়।

এ অবস্থায় তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। অপারেশন টেবিলেই তার মৃত্যু হয় এমন অভিযোগ অস্বিকার করে তিনি জানান, আমার মনে হয় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে না হয় যাওয়ার সময় রাস্তায় তার মৃত্যু হয়।

[redacted]

[redacted]

বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদে গাছের চারা ও প্রতিবন্ধীদের ভাতা কার্ড বিতরণ

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ২৬০ টি প্রতিবন্ধী ব্যাক্তির মাঝে ভাতা কার্ড, গাছের চারা ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর দেয়া মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্প্রতিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে পরিষদ প্রাঙ্গনে গাছের চারা ও প্রতিবন্ধীদের ভাতা কার্ড সহ মাস্ক বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেন, দিলিপ মল্লিক, আনোয়ারুল ইসলাম, কাজী কোমরউদ্দীন সেলিম, সংকর বিশ্বাস, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য নারগীস খাতুন, শাহিনুর খাতুন সহ সকল ইউপি সদস্যগণ।

প্রতিবন্ধী ভাতা কার্ড ও গাছের চারা বিতরণ করার আগে ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বার্ষীকি উপলক্ষে আলোচনা করা হয়।

গাংনীতে রাস্তা পাঁকা করণের দাবীতে এলাকা বাসির মানববন্ধন

সড়কে ধান লাগিয়ে প্রতিবাদ ও সড়ক পাঁকা করণের দাবীতে মানববন্ধন করেছে গাংনী উপজেলার ধানখোলা গ্রামের বাগান পাড়ার বাসিন্দারা।

আজ বৃহষ্পতিবার সকালে গ্রামের নারী পুরুষেরা এ প্রতিবাদ ও মানব বন্ধনের আয়োজন করেন।

মানব বন্ধনে বক্তারা জানান, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গ্রামের

মানুষের চলাচল ও ফসল ঘরে নিয়ে আসার একমাত্র রাস্তাটি দীর্ঘদিন সংস্কার করা হয়নি। সড়কের আইডি না থাকায় রাস্তাটি পাঁকা করণের উদ্যোগও নেয়া হয়নি। ফলে বর্ষা মৌসুমে মানুষের চলাচল ও মাঠের ফসল ঘরে তুলতে বেশ কষ্ট পেতে হয়।

এদিকে স্থানীয় চেয়ারম্যানের কোন উদ্যোগ নেই মর্মে অভিযোগ এনে সড়কে ধান রোপন করে প্রতিবাদও জানান তারা।

ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান বলেন, রাস্তাটি পাকা করনের জন্য আমি অনেক তদবির করেছি। আইডি না থাকায় এলাকাবাসির দাবী পুরন করা সম্ভব হয়নি। তবে আমাদের তদবির অব্যাহত রয়েছে।

গাংনীতে জমি সংক্রান্ত বিরোধে ছোট ভাইয়ের হামলায় বড় ভাইসহ দু’ভাতিজা জখম

মেহেরপুরের গাংনীর নওদাপাড়া গ্রামে জমি ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধে ছোট ভাইয়ের হামলায় বড় ভাইসহ দুই ভাতিজাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করেছে আপন ছোট ভাই। বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন,গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের নওদাপাড়া গ্রামের জাহাবকসের ছেলে ইমদাদুল হক(৫০),ইমদাদুলের বড় ছেলে মিলন হোসেন(৩০) ছোট ছেলে নিলচাদ(২৫)।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। তাদের অবস্থা আশংকা জনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন জরুরী বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ দেবাসিস।

আহতদের পরিবার সুত্রে জানা গেছে, নওদা পাড়া গ্রামের জাহা বকসের দুই ছেলে ইমদাদুল ও ইয়াদুলের সাথে ১০ কাঠা বাড়ির জমি নিয়ে ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। উক্ত জমি জাহাবকসের ছোট ছেলে

ইয়াদুল জোর করে বেশি জমি ভোগ দখল করে।

উক্ত জমি সমান অংশে ভাগাভাগির জন্য ইমদাদুল প্রস্তাব দিলে ছোট ভাই ইয়াদুল ও তার ছেলে হিমেল ক্ষিপ্ত হয়ে ধারানো অস্ত্র রামদা দিয়ে ইমদাদুল,মিলন ও নিলচাদকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে।

এব্যপারে হামলাকারি ইয়াদুল ও হিমেলের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তারা পালাতক থাকায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, ঘটনা স্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যাবস্থা নেয়্ ◌াহবে।

২৫ তারিখে পজিটিভ, ২৭ এ নেগেটিভ!

২৩ আগস্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে করোনা উপসর্গে নমুনা দেওয়ার পর ২৫ তারিখে কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাব থেকে রিপোর্ট আসে পজিটিভ। এর একদিন পর ২৭ আগস্ট জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট রিপোর্ট আসে নেগেটিভ।

এরকম একটি ঘটনা ঘটেছে মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের ব্যবসায়ী আবুল কাশেমের। তাঁর বয়স আনুমানিক ৬৫ বছর। তিনি দির্ঘদিন ধরে হার্টের রোগে ভুগছেন। করোনা পজিটিভ শোনার পর তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।

আবুল কাশেমের ছেলে তারিকুল ইসলাম জানান, একজন বয়স্ক হৃদরোগ আক্রান্ত মানুষের এমন রিপোর্ট আসলে তিনি মানসিক ভাবে আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। একদিনের ব্যবধানে দুটি স্থানে দুরকম রিপোর্ট অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। করোনার এই মহামারিতে যেটা কখনোই কাম্য নয়।

তিনি জানান, তার বাবা শারিরিক অসুস্থতার জন্য গত ২২ আগস্ট মেহেরপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি হন। ২৩ আগস্ট সকালে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নমুনা দেওয়া হয়। পরদিন ২৪ তারিখে ঢাকার জাতীয়

হৃদরোগ ইনস্টিউটে নেওয়া হয়। সেখানে ২৫ তারিখ সকালে পুনরায় নমুনা দেওয়া হয়। সেখান থেকে আজ ২৭ আগস্ট সকালে নেগেটিভ রিপোর্ট আসে।

গাংনীতে সাপের কামড়ে স্কুল ছাত্রের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীর সহড়াতলা গ্রামে নানা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে সাপের কামড়ে আলালউদ্দিন নামে এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আলাল উদ্দিন
(১০) গাংনী উপজেলা মটমুড়া ইউনিয়নের কুমারিডাঙ্গা গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে ও স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেনীর ছাত্র।

স্থানীয়রা জানান, বুধবার বিকেলে আলাল উদ্দিন তার নানা সহড়াতলা গ্রামের আব্দুর রশিদের বাড়িতে বেড়াতে যায়। রাতে খাওয়া দাওয়া শেষে একটি ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে। রাতের কোনো এক সময় তাকে সাপে কামড় দেয়। সকালে বিষক্রিয়া শুরু হলে পাশ্ববর্তী একটি ওঝাঁ (কবিরাজ) বাড়িতে নেয়ার পথেই আলাল উদ্দিনের মৃত্যু হয়।

স্থানীয় আহার আলি জানান, নানা বাড়িতে বেড়াতে এসে সাপের কামড়ে মৃত্যু হওয়া আলাল উদ্দিনের মরদেহ পরিবারের কাছে পাঠানো হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে গৃহবধূ

হত্যায় প্রতিবেশীর মৃত্যুদণ্ড

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে প্রতিবেশী গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে কলম মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা ও জায়রা জজ আদালতের বিচারক অরূপ কুমার গোস্বামী জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কলম মোল্লা দৌলতপুর উপজেলার শেহালা গ্রামের মৃত ছাগরত মোল্লার ছেলে। তিনি নিহত গৃহবধূর প্রতিবেশী ছিলেন। রায় ঘোষণার সময় আসামি কলম মোল্লা পলাতক ছিলেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১২ সালের ২৫ ডিসেম্বর সন্তানদের খেলাধুলা নিয়ে বিরোধের জের ধরে গৃহবধূ পারুলকে ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে প্রতিবেশী কলম মোল্লা।

ঘটনাস্থলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পারুল মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনায় নিহত পারুল খাতুনের বাবা হাবিল শেখ ওই দিনই দৌতলপুর থানায় কলম মোল্লা ও তার স্ত্রী লিপি খাতুনকে আসামি করে হত্যা মামলা করেন।

মামলাটি তদন্ত শেষে ২০১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি কলম মোল্লার বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দেয় পুলিশ এবং লিপি খাতুনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ না পাওয়ায় তাকে মামলার দায় হতে অব্যাহতি দেয়ার আবেদন করেন।

পরে ২০১৭ সালের ২৫ এপ্রিল অভিযোগ গঠনপূর্বক সাক্ষ্য শুনানি ও বিচারকার্য শুরু করেন আদালত। আসামিপক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট মো. মতিয়ার রহমান।

রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী জানান, প্রতিবেশী গৃহবধূকে পূর্বপরিকল্পিতভাবে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যান এবং তিনি বিচারের সম্মুখীন হতে ভয় পান।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের ১৪ সাক্ষীর সাক্ষ্য শুনানি শেষে আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীত প্রমাণিত হওয়ায় সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন আদালত।

[redacted]

[redacted]

এলাকাবাসী জানায়, নতুন কোর্টপাড়াসহ ও উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ইয়াবা, ও ফেন্সিডিল বিক্রি করে আসছে আনোয়ার সাঈদ রাসেল। কিছু প্রভাবশালীদের ছত্রছাঁয়ায় রাসেল দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসায় চালিয়ে আসছে। রাসেল আটক হওয়ায় এলাকায় স্বস্তি ফিরেছে বলে জানান এলাকাবাসী।

আলমডাঙ্গায় দুই মাদক কারবারির ১ বছর জেল

আলমডাঙ্গায় দুই মাদক কারবারিকে ১ বছর করে জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা লিটন আলী ওই আদেশ দেন।

মাদক কারবারিরা হলেন, উপজেলার কামালপুর গ্রামের মহিউদ্দিনের ছেলে সাকিল ও হারদী থানাপাড়ার কুদ্দুস আলীর ছেলে সেলিম। মাদক ব্যবসার অপরাধে তাদের ১ বছর করে জেল দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার কামালপুর গ্রামের মহিউদ্দিনের ছেলে সাকিল ও হারদী থানা পাড়ার কুদ্দুস আলীর ছেলে সেলিম দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছে।

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কামালপুুর চরপাড়ায় মাদক হাত পাল্ট নোর সময় থানা এসআই সিন্ধার্থ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

এ সময় ওই দুই জনের কাছ থেকে ১০ পিচ প্যাথেডিন ও ৯০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

মাদক ব্যবসার অপরাধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে তাদের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমের ১ বছর করে জেল দেওয়া হয়।